আব্দুস সামাদ আজাদ, এক প্রতিষ্ঠান।

আব্দুস সামাদ আজাদের মত একজন জননেতা যার রাজনৈতিক জীবনই ছিল ৭০ বছরের, ভাঁটি বাংলার সিংহ পুরুষ, রাজনীতির এক প্রতিষ্ঠান। উনার নামের সাথে বিশেষণ লিখতে বসলে কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখি আর বিশেষণ দিয়ে যাকে শুধুমাত্র মূল্যায়ন করা যাবে না, কোন বিশেষণই যথেষ্ট নয়, সর্বগুণে গুণান্বিত এক মহাপুরুষ। চিন্তা চেতনায় প্রগতিশীল, আধুনিক, দূর দৃষ্টি সম্পন্ন এক প্রাজ্ঞ নেতা। অনেকের মতে সূফী সাধকদের মত আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী।

নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে যিনি ছিলেন আপোষহীন, অবিচল, অটল, যা উনার রাজনৈতিক জীবনকে আলোকপাত করলে দেখা যায়। উনাকে নিয়ে কলম ধরাটা আসলেই সাহস নয় অনেক বড় স্পর্ধার কাজ, যদিও আমি অর্বাচীনের মত কিছু লিখতে বসেছি। আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের যতটুকু ধারণ ক্ষমতা সেই অনুযায়ী ব্যক্তিগত চিন্তা চেতনার বহিঃ প্রকাশ। আমার মত এই বয়সের একজন তরুনের জ্ঞানের ভাণ্ডারটাই কতটুকু? জানার পরিধি ই বা কতটুকু? সত্যিকারভাবে নিজে যতটুকু না জানি, তাঁর চাইতে বেশি শুনে প্রাপ্ত ধার করা অভিজ্ঞতা।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সেই কালো অধ্যায়, জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর, অন্যান্য জাতীয় নেতাদের সাথে আব্দুস সামাদ আজাদকে কারাবন্দি করে জাতীয় বেঈমান খোন্দকার মুস্তাক গং দের প্ররোচনায় সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সৈনিকরা। জাতীয় বেঈমানরা যখন সরকার গঠন করল, মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদকে তারা প্রস্তাব, প্ররোচনা করল তাঁদের সাথে থাকার, জেল থেকে মুক্তির কথাও বলল। স্বার্থের পিছনে, রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণের ইচ্ছায়, ক্ষমতার লোভে, নিজের নীতি নৈতিকতাকে বিক্রি করে দেননি সেদিন অন্যান্য স্বার্থপরদের মত। ছিলেন অবিচল, অনঢ়, মৃত্যুকেও ভয় পান নি, কি হবে বা কি হবে না তা দিয়ে বিচার করেন নি, বিচার করেছেন বিবেক দিয়ে, নীতি আদর্শ দিয়ে, চাওয়া পাওয়ার হিসাব দিয়ে নয়।

" আব্দুস সামাদ আজাদ " শুধু একটি নাম ই নয়, শুধু জাতীয় নেতা নন গণতান্ত্রিক রাজনীতির এক প্রতিষ্ঠান। রাজনীতি আর সমাজনীতি যাই বলি না কেন, যারা জড়িত আছেন তাঁদের জন্য সত্যিকারভাবে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় একটি নাম। সত্যিকার ভাবে যারা গনতন্ত্রে বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করবেন বা মানবেন যে, সামাদ আজাদ গণতান্ত্রিক রাজনীতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা সবাই তো গণতন্ত্র বলতে বলতে পেরেশান ! যে কোন কিছুতে বলতেছি এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার, ওটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার, সত্যিকারভাবে কতজন গণতন্ত্র মানতেছি? গণতন্ত্র তো এখন চতুর্দিকে একটা সাইনবোর্ড হয়ে গেছে ! বাস্তবে কেউ মানতেছে না, শুধু মুখের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর বেকায়দায় পরলে গনতন্ত্রের দোহাই।

আর " আব্দুস সামাদ আজাদ " এর মত হাতে গোনা মুষ্টিমেয় কিছু সৃষ্টিশীল মানুষ, আমৃত্যু গণতন্ত্রকে বুকে লালন করেছেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের শেষ পর্যন্ত দেশেরতরে কাজ করে গেছেন। "

আব্দুস সামাদ আজাদ " এর মত সত্যিকারের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকরা গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসের বুকে জ্বলজ্বল করতে থাকেন, করতে থাকবেন আজীবন যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন, কেউ স্বীকার করুক আর নাই বা করুক ।

প্রকৃত গণতন্ত্রের উদাহরণ কি ভাবে, সেটুকু বুঝাতে নিচের কয়েকটি লাইন আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা ধরেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।

১৯৭১ সাল থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি, যতটুকু শুনেছি, তাঁর আগের ইতিহাস নাই বা লিখলাম ! "আব্দুস সামাদ আজাদ " স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিব নগর সরকার এর ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলেন । হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট সম্মেলনে " আজাদ " উপাধিতে ভূষিত হন । তাঁর আগে ছিলেন " আব্দুস সামাদ " । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঘনিষ্ঠ সহচর, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পরে কৃষি মন্ত্রী , সিলেট জেলা আওয়ামীলীগ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সুনামগঞ্জের প্রতিটি আসন থেকে নির্বাচন করা ৬ বারের মহান জাতীয় সংসদের সদস্য, ১৯৯৬ এ আওয়ামীলীগ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ আরেকবার অলংকৃত করেন, আমৃত্যু বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন ।

এমন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন বা এমন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল । হয়তবা আরও রাজনীতিবিদ আসবেন ৬/৭ বার কিংবা তারও বেশি সংসদ সদস্য হতে পারেন, তবে সামাদ আজাদের মত হওয়া তো সম্ভব না, ইতিহাসের অংশ হওয়া বা ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভব না । " আব্দুস সামাদ আজাদ " দের জন্মই ইতিহাস সৃষ্টির জন্য, মানুষ কে পথ দেখানোর জন্য, এরকম গুণী জনদের আবির্ভাব হয় শত সহস্র বছরে । সৌভাগ্যক্রমে আমরা সিলেটবাসি সেই মহীরুহের পদধূলিতে ধন্য হয়েছি।

যেভাবে গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে সব দলেই পরিবার তন্ত্র শুরু হয়েছে তৃনমূল থেকে সর্বউচ্চ স্থান পর্যন্ত, যে যেখানে যেভাবে পারতেছে নিজে ও নিজের কামনা বাসনা পুরনে ব্যস্ত, আর নিজে না পারলে বা নিজের চাওয়া পাওয়ার হিসেব পূরণ হয়ে গেলে, কিভাবে সন্তান- সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন দের প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যে ভাবে হউক না কেন, তাতে ব্যস্ত ।

সামাদ আজাদ চাইলে উনার ছেলে -মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনদের কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনি পেয়েছেন ৩৩/৩৪ বছর, চাইলে যে জায়গায় ইচ্ছা সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, রাজনৈতিকভাবে বলেন আর অর্থনীতিকভাবে বলেন । কিন্তু তিনি তা করেন নি বা করার চেষ্টা ও করেন নি, বরং কিভাবে দেশের তরে কাজ করা যায়, তাতেই মনোনিবেশ করেছেন, মানুষের চিন্তা করেছেন, দেশের উন্নয়নে কাজ করেছেন । ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যহার উনার ছেলে মেয়ে বা আত্মীয় স্বজন কেউ ই করে নি ।

আর উনার নাম ব্যবহার করে আজ অনেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত, অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে । মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা উনার নাম ব্যবহার করে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তারাই আজ তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । সামাদ আজাদের আত্মীয় স্বজনদের জেলা কমিটি দূরে থাক, থানা কমিটিতেই পাওয়া দুষ্কর ! ইদানিং দেখা যায় বা জাতীয় রাজনিতিতে অনেক প্রমাণ ও আছে যে, পিতা রাজনিতিতে প্রতিষ্ঠিত, পুত্র কে নিজে জীবিত থাকতে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেছেন । বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায় সেইসব মানুষের ই জয়জয়কার , সামাদ আজাদের মত গুণীজনের সম্মান দিতে আমরা কার্পণ্য করতেছি ।

বর্তমান রাজনিতীবিদের জন্য বা আগামীর প্রতিনিধিদের জন্য " আব্দুস সামাদ আজাদ " দের ইতিহাসকে জানা প্রয়োজন, পড়া প্রয়োজন, বুঝা প্রয়োজন, ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন ।

লেখকঃ- এনামুল হাফিজ জুনেদ,
আব্দুস সামাদ আজাদের নাতি।